6

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পেশাগত দাবি আদায়ে

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাদের পেশাগত দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে অতীতের যে কোন সময় অপেক্ষা বর্তমানে অনেক বেশি সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাদের একটাই দাবি, ''যে সার্টিফিকেট শিক্ষাশেষে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না সে সার্টিফিকেট আমরা চাই না। তাই সেই অনুষদ বন্ধ করে দেয়াই যুক্তিসঙ্গত অথবা কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।'' কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা এক সপ্তাহ পূর্বে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুষদের প্রধান গেটে তালা বন্ধ করে দিয়েছে। কৃষি, প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ছাত্রছাত্রীরাও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। উল্লেখ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদের মধ্যে এই দু'টি অনুষদের জন্য বিসিএস ক্যাডার নেই এবং বাংলাদেশে চাকরির ক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমিত।

বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৬ ভাগ আসে কৃষি সেক্টর থেকে। এর পিছনে সবচে' বেশি অবদান কৃষি গ্রাজুয়েটদের। অথচ ১৯৬১-৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এরা অবহেলিত হয়ে আসছে। অতীতে ৬ বছরের কোর্স (এখানে বর্তমানে অনার্স কোর্স চার বছরের হলেও অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স তিন বছরের) কমপ্লিট করেও ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তাদেরকে সরকারীভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার হিসাবে গণ্য করা হতো। পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। বর্তমান কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থাও সেই মান্ধাতা আমলের। আধুনিকায়নের সুস্পষ্ট কোন উদ্যোগ নেই। যেমন চলছে তো চলছেই . . . . . !

কয়েক মাস পূর্বে পশুপালন ও পশু চিকিৎসা অনুষদ দু'টি নিয়েও সৃষ্টি হয় জটিল সমস্যার। কোর্টে মামলা চলার কারণে দীর্ঘদিন ধরে এদের বিসিএস ক্যাডার স্থগিত রয়েছে।

আবার কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদ এবং কৃষি, প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের চাকরি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। একদিকে এদের বিসিএস ক্যাডার নেই অন্যদিকে বেসরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও বিমাতাসুলভ আচরণ। কৃষি অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট চাকরিদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ পিএসসি, জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ডেলিগেশনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে একাধিক আলোচনা হয়েছে। সামনে হাসিমুখে হ্যান্ডশেক করলেও পিছনে পিছনে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তাদের এতদিন বোকা বানিয়ে বেকারত্বের অভিশাপের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল। ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে পেশাগত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কৃষি অর্থনীতি অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,

দোলন হাবিব

কর্মসংস্থান তৈরির মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত অনুষদের সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ১ ডিসেম্বর কৃষি অর্থনীতি অনুষদের প্রধান গেটে ছাত্রছাত্রী কর্তৃক লাগানো তালা এখনও ঝুলছে। ঐ দিন অর্থনীতি অনুষদে ভাঙচুর করা হয়। ৫ ডিসেম্বর ভিসি'র কাছে স্মারকলিপি পেশ এবং ২ ঘন্টা ভিসি অফিস ঘেরাও করে রাখা হয়। ৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে আমতলায় আয়োজন করা হয় জনসমাবেশের। প্রতিদিন সকাল দশটায় নিয়মিত বিক্ষোভ মিছিল তো রয়েছেই।

অপরদিকে কৃষি প্রকৌশল অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীরা একই দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে পৃথকভাবে প্রতিদিন ২ ঘন্টা ক্লাস বর্জন করে সকাল দশটায় বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত রেখেছে। তারাও ইতোমধ্যে বিভিন্নভাবে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা

কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা

করছে। তবে ফলাফল শূন্য। সম্প্রতি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে কৃষি প্রকৌশল অনুষদের ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলীয় নেত্রী ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে ডেলিগেশন এবং সংবাদ সম্মেলনের পর যদি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না পাওয়া যায় তবে জানুয়ারির এক তারিখ থেকে এই অনুষদেও অনির্দিষ্টকালের জন্য তালা লাগিয়ে দেয়া হবে।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষিবিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু উচ্চতর কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছটান ভাব কেন? উচ্চতর কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত কৃষি গ্রাজুয়েটদের যদি সত্যিকার-মূল্যায়ন না হয় তবে ব্যাহত হবে কৃষি উৎপাদন। কৃষি সেক্টর থেকে জাতীয় আয় কমে যাবে। ফলে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপর পড়বে বিরূপ প্রভাব, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমগ্র জাতি। তাই বিষয়টি সকলকে এখনই ভেবে দেখা দরকার।